প্রথম আলো

তারিখ 13 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিযোগিতা নয়

সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশুহত্যার হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এখন ভাবতে হবে, শিশুর নিরাপত্তা কী করে নিশ্চিত করা যায়। রাষ্ট্র বা সমাজ কতটুকু নিরাপত্তা দেবে, তা নিয়ে কথা বলা বাতুলতা মাত্র।

দু-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিয়ে শিশুর নিরাপত্তা প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে তার পরিবারকে। সম্প্রতি বনশ্রীতে দুটি নিষ্পাপ শিশুর করুণ মৃত্যু এবং প্রতিবছর পরীক্ষার ফলাফলে ব্যর্থতা কিংবা আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের অপমৃত্যু আমাদের দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলছে।

পড়াশোনা তো জীবনের জন্য। কিন্তু সেই পড়াশোনা যদি জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে বুঝতে হবে, সমস্যাটি মারাত্মক। পড়াশোনা মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্য, মেধাক্রমের ইঁদুর প্রতিযোগিতা নিতান্ত দুঃখ ও হতাশাজনক।

ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদগেট-সংলগ্ন সেন্ট যোসেফ উচ্চবিদ্যালয় বেশ কয়েক বছর আগে দারুণ একটি উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য। অভিভাবকদের এই অন্ধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে তারা বেশ কয়েক বছর ধরেই ফলাফলের ভিত্তিতে ক্রমিক নম্বর দেওয়ার পরিবর্তে নামের অক্ষরের ক্রমানুসারের ক্রমিক নম্বর দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার নম্বর ও ভুলত্রুটি দেখার জন্য পরীক্ষার খাতাটি ছাত্রদের দিয়ে দিচ্ছে। ফলে শুধু ছাত্র ও অভিভাবকই জানছে, শিক্ষার্থী কত নম্বর পাচ্ছে।

ওই স্কুল রিপোর্ট কার্ডে নম্বর না দিয়ে শুধু গ্রেড দিচ্ছে। এতে অন্ধ প্রতিযোগিতা কমছে, শিক্ষার্থীরাও মুক্ত মনে পড়তে পারছে। অন্য স্কুলগুলোও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে।

মুনিরা চৌধুরী
ধানমন্ডি, ঢাকা।